The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 7 & 8, No. 13-16, Publication date: February 2016, Publishers: Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

আন্তর্জালের ভাষা এবং আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞান প্রাথমিক পাঠ এবং বিশ্লেষণ

মাশরুর ইমতিয়াজ*

Abstract : The language of internet has been an important issue to the linguists as it has the dual tone of written and oral form of the language of the virtual world. The theoretical analysis is relevant from linguistic consideration regarding the technical and pragmatic ways of using internet language. Therefore, this paper intends for the portrayal of linkage within language, internet and language use. Computer Mediated Communication (CMC) is a trending issue that holds the maximum use of internet language, which is also discussed here. The subfield of linguistics which academically explains this phenomenon is being called Internet linguistics. Internet linguistics deals with all the linguistic aspects of language what are used over internet framework. As part of internet linguistics, the analysis of construction layer of internet language is an important one, which is also included in this paper. Also, the duality of writing-speaking is a unique feature that is also included for discussion. Finally this write up aims for bringing out the contemporary state of Bangla internet language, its changing scenario and future perspectives in brief.

ইন্টারনেট, যার বাংলা পরিভাষা আন্তর্জাল, একে বর্তমান বিশ্বের যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রধান চালিকাশক্তি বললেও কম বলা হয়। আর তাই আন্তর্জাল বা ইন্টারনেটকে আধুনিকমনস্ক এবং প্রযুক্তিবান্ধব মানুষ বেছে নিয়েছে স্থানিক-কালিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রমণের ভাষিক উপায় হিসেবে। ইন্টারনেটে ভাষার যে ব্যবহার পাওয়া যায়, তা ভাষার মৌখিক বা লিখিত প্রধান দুই রূপ থেকেই পৃথক। প্রকাশ স্বভাবে তা মৌখিক ভাষার ন্যায় সাবলীল; উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এই ভাষা বৈচিত্র্যময় এবং ভিন্নরকম ভাষিক বৈশিষ্ট্যনির্ভর। এই দ্বৈততার সমন্বয়েই বর্তমান সময়ের আন্তর্জালিক মানুষেরা নিজেদের ভাষিকতাকে আত্মীকরণ করে নিয়েছে নতুন এক ভাষাশৈলীর বহুমাত্রিক ব্যবহারে। অনলাইনে যে ভাষার প্রচলন ঘটছে, বর্তমান বাস্তবতায় তার পাঠ অতি জরুরি, একথা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এ শতাব্দীর শুরুর দিকে থেকেই। তাই আন্তর্জাল ইন্টারনেট তথা ওয়েবের ভাষার ভাষিকতার স্বরূপ, ধারণাগত বিশ্লেষণ যেমন ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য হতে

* লেকচারার, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পারে, তেমনি ইন্টারনেট তথা আন্তর্জাল ব্যবহারকারীরাও হতে পারেন ভাষিকভাবে স্বচ্ছন্দ – এই পাঠের প্রয়োজনীয়তা তাই দুই দিক থেকে রয়ে যায় (del Pozo & Angeles, 2005)। তাছাড়া প্রযুক্তিতে কিছুটা পিছিয়ে থাকা বাংলাভাষী মানুষের কাছে ক্রমবর্ধমান আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞানের গুরুত্ব এবং মাতৃভাষায় তার প্রয়োগের বাস্তবতা ও সম্ভাবনাও এখানে অনুসন্ধানের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

ইন্টারনেটে ব্যবহৃত ভাষা, তার স্বরূপ, প্রয়োগ এবং সামগ্রিক ক্ষেত্র — সব মিলিয়েই ভাষাবিজ্ঞানের নবীনতম একটি শাখা এখন বিকাশমান, যার নাম করা হয়েছে আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞান বা ইন্টারনেট লিঙ্গুইস্টিক্স (Internet Linguistics)। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ ছাড়াও অন্যান্য নতুন মাধ্যমের বিভিন্ন ভাষিক যোগাযোগ অর্থাৎ কম্পিউটার সহায়তাসম্পন্ন যোগাযোগ বিশ্লেষণে সচেষ্ট রয়েছে এই প্রশাখা (Crystal, 2005)। ইন্টারনেটে মানুষের যোগাযোগ এখন আর শুধু ই-মেইল পাঠানো কিংবা সংবাদপত্র পাঠ বা আর অন্যসব গৎবাঁধা ভাষিক কার্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ফেইসবুক, টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Social Networking Website), ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীবদ্ধ ব্লগ (Personal & Community Blog), তাৎক্ষণিক আলাপন (Instant Messaging), এসএমএস, এমএমএস এবং আরও সব চমকপ্রদ মাধ্যমের সমন্বয়ে ভাষার এক নতুন উপস্থাপনের জন্ম দিয়েছে, প্রতিভাত করেছে ভাষার মুখরতা, সৃজনশীলতা – আর শিক্ষণকে করেছে সম্পর্কযুক্ত (Randall, 2002)। একই সঙ্গে ভাষা কথ্য-লেখ্য রূপের যুগ্ম দ্বৈততাকে করেছে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। প্রশ্ন যখন ভাষাবিজ্ঞানের সাথে এই নতুন গাঠনিক ভাষার সম্পর্কযুক্ততা নিয়ে, তখনই তার উত্তর খোঁজার প্রয়াস নেয় আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞান। কারণ নতুন ধারার এই ভাষা ছড়িয়ে পড়েছে প্রযুক্তিগত আশ্রয়ের আড়াল ছেড়ে তরুণ প্রজন্মের মুখের ভাষায়, দৈনন্দিন আলাপনে। আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞান কাজ করছে এই ভাষার সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক দিক, শিক্ষামূলক দিক, শৈলীগত দিক এবং প্রায়োগিক দিকের বিভিন্ন প্রপঞ্চ নিয়ে। একইসাথে ইন্টারনেট, কম্পিউটার এবং বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ভাষার আঙ্গিক নিয়েও কাজ করে ভাষাবিজ্ঞানের এই নবীন শাখা।

ইউনিকোড হরফে বাংলা ভাষা লেখার সুযোগ হওয়ার পর থেকেই অকল্পনীয় দ্রুততায় ছড়িয়ে পড়েছে আন্তর্জালিক বাংলা ভাষা (কাজী ফাহিম, ২০০৬)। শুরুর দিকের রোমান হরফে লেখা বাংলা ভাষার অগোত্রীয় ব্যবহারিক সীমানা ছাড়িয়ে এখন ইন্টারনেটে বাংলা ব্যবহারকারীরা সহজাত দক্ষতায় তাদের নিজস্ব ভাষার ধরন ও ব্যবহার করছে, যা তাদের আন্তর্জালিক যোগাযোগসহ মৌখিক কথোপকথনেও স্থান করে নিয়েছে। নতুন শব্দের উদ্ভব, বাক্যিক গঠন এবং ভিন্নধারার বাগর্থিক বিন্যাসসহ আন্তর্জালিক বাংলা এখন বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ — একথা বলা বাহুল্য হবে না। বাংলা ভাষার নিরিখে আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞানের সূচনা হওয়া গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, আন্তর্জাল বা ইন্টারনেটের ব্যবহার প্রসারের হার অবিশ্বাস্য হওয়ায় খুব অল্পসময়ের মধ্যেই বাংলা ভাষার একটি আঙ্গিকের

সূচনা হয়েছে যাকে অনুধাবন করা প্রয়োজন, যাকে ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে তা বিশ্লেষণও প্রয়োজন। ভিন্ন ধারার লেখনরীতি থেকে শুরু করে সমকালীন ভাষিক পরিবর্তন, বহুভাষিকতা, প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতি দৃষ্টিকোণে আলোচনা করা সম্ভব। মোটের ওপর, ভাষাবিজ্ঞানের সাপেক্ষেই এই আন্তর্জালিক বাংলার একটি আলোচনা এখন সময়োপযোগী। এই বর্ণনামূলক প্রবন্ধে আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রাথমিক কিছু ধারণাসহ, সূচনাগত এমন কিছু প্রপঞ্চের ওপর আলোচনা করা হবে যেগুলো নিয়ে গবেষণা হতে পারে সুদূরপ্রসারী এবং ভবিষ্যতের ভাষাবিজ্ঞানের সাথে বাংলা ভাষার সম্পর্কায়নের জন্য সম্ভাব্য প্রাথমিক উপস্থাপনা।

১. ভাষা, আন্তর্জাল এবং আন্তর্জালিক ভাষার ব্যবহার

ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় ভাষা হচ্ছে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের বা লিখিত রূপের সাহায্যে অর্থপূর্ণভাবে প্রকাশিত মানবীয় ভাবের পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম, যার গড়ে ওঠা ধ্বনিমূল (Phoneme), রূপমূল (Morpheme), বাক্য (Sentence) এবং বাগর্থ (Meaning)-এর সমন্বয়ে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানসিক-সামাজিক সংস্কৃতি ও মানুষের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফল থেকে জ্ঞানলাভ, তা সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এমন চিহ্নসমষ্টিকে ভাষা বলা হয়ে থাকে। ভাষার উদ্ভব কীভাবে হয়েছে সে প্রশ্নের উত্তর হিসেবে এসেছে সমন্বিত মানবিক কার্যকলাপ, চিন্তার প্রকাশমানতা এমনকি শ্রমক্রিয়ার উল্লেখ। সময়ের বিবর্তনে– নিছক এক কায়িক ক্রিয়ার পরিধি ছাপিয়ে, ভাষা জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রে সংজ্ঞাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে এখন। এই ভাষা ব্যতীত মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশ এবং জ্ঞানার্জন যেমন সম্ভব নয়, তেমনি চিন্তনের সাথে ভাষার সম্পর্কের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। আন্তর্জাল বা ইন্টারনেট (Internet) বলতে বোঝায় সমগ্র বিশ্বব্যাপী পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হওয়া অনেক কম্পিউটার নেটওয়ার্কের বা সংযোগের সমষ্টি যা সবার জন্য উন্মুক্ত এবং যেখানে ইন্টারনেট প্রটোকল (Internet Protocol-IP) নামের একটি 'তথ্য বিনিময়'-এর প্রামাণ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য (Data) আদান-প্রদান করা হয়। 'আন্তর্জাল'কে ইন্টারনেটের পরিভাষা হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে, কারণটা সম্ভবত এ রকম যে, আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা জালের মতো তথ্যবিনিময় কাঠামো এবং তাদের পারস্পরিক যে অন্তর্গত সম্পর্ক — তার ব্যবহারিক রূপায়ণ।

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, ক্ষেত্রবিশেষে আন্তর্জাল এবং ভাষা নিয়ে প্রথম দিকের ভাষাবৈজ্ঞানিক আলোচনায় অনেকেই মনে করতেন যে, আন্তর্জালিক ভাষার ব্যবহার হচ্ছে অনেকটাই অশিষ্ট ভাষার (slang) ব্যবহারের মতো, যেখানে ভাষী নিজ থেকেই অবগত থাকবেন যে কোথায় এটি ব্যবহার করতে হবে এবং কোথায় এর ব্যবহার করা যাবে না (Nazaryan & Gridchin, 2006)। পরবর্তী সময়ের বিশদ ভাষাবৈজ্ঞানিক আলোচনায়, পূর্বোক্ত ধারণার সাথে কিছুটা ধারণা দ্বিমত পোষণ করে প্রথিতযশা ভাষাবিজ্ঞানী ক্রিস্টাল (Crystal, 2001) মন্তব্য করেন যে, আন্তর্জালের ভাষা কোনোভাবেই

অশিক্ষিত, অমার্জিত এবং নিচুমানের নয়। বরং এটি অপ্রমিত, সহজ ব্যবহার্য এবং দূর্দান্ত এক পরিবর্তনশীল ভাষা যেটি প্রচলিত মানবীয় ধারার ভাষার নিয়মগুলোকে পরিবর্তনকে নিজের উপযোগী করে গ্রহণ করে নেয়। শুধু তাই নয়, বানানের শৈথিল্য এবং লেখনরীতির মুদ্রাক্ষরিক বৈচিত্র্য তুলে ধরতে সক্ষম; নতুন নতুন শব্দ গ্রহণে সবচেয়ে উৎসাহী। একে ইতিবাচকভাবেই গ্রহণ করেছেন বর্তমান সময়ের আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞানীরা এবং এই পরিবর্তন যে আন্তর্জালিক ভাষার একেবারেই নিজস্ব সম্পদ, সেই স্বীকৃতিও তারা দিয়েছেন ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে (Baron, 2009)। আবার মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হতে বিবেচনা করা হলে এটি মানুষের বৌদ্ধিক ধারণার সাথে সম্পৃক্ত, কারণ এখানের মানুষের সাথে মানুষের সংজ্ঞাপন নয়, বরং প্রকারান্তরে মানুষের সাথে প্রাথমিকভাবে যন্ত্র এবং প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটে যেটি ভাষা ব্যবহারকারীর বোধের সাথে যুক্ত। এই যন্ত্র-প্রযুক্তির সমন্বিত সংজ্ঞাপনের ধারণাগত বিষয়টির সাথে ভাষাও কিছুটা পরিবর্তিত হয়, এমন ধারণা মনোবিজ্ঞানীরা পোষণ করেন।

৩. কম্পিউটার সমন্বিত যোগাযোগ ও আন্তর্জালিক ভাষা

আন্তর্জালিক ভাষার আদি প্রচলন ও আলোচনা ইংরেজি ভাষার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হতো, তাই এই আন্তর্জালিক ভাষার বেশ কিছু নামের প্রচলন হয়েছিল যার মধ্যে ছিল Weblish, Netlingo, E-talk, Tech-talk, Wired style, Geek-speak, Netspeak ইত্যাদি। ব্যারন (Baron, 2003)-এর আলোচনা অনুযায়ী ভাষা এবং আন্তর্জালের সমন্বিত যে রূপ সেখানে 'ভাষা' ধারণাটি চারটি পৃথক আঙ্গিকে প্রকাশ করা যায়, সেগুলো হচ্ছে – ক) আন্তর্জালের মাধ্যমে প্রবহমান সাধারণ প্রাকৃতিক ভাষা (যেমন: ই-মেইল, ওয়েবেপেইজ সংশ্লিষ্ট ভাষা প্রভৃতি); খ) আন্তর্জালিক যোগাযোগ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত কৃত্রিম ভাষা যেটির সংকেতায়নের ফলে সংজ্ঞাপন সম্পন্ন হয় (যেমন: প্রোগ্রামিং-এর ভাষা, হাইপার টেক্সট-এর মার্কআপ ভাষা ইত্যাদি); গ) মানবীয় প্রাকৃতিক ভাষা এবং কৃত্রিম সংকেতায়ন (coding) — ভাষা যেগুলোর একত্রীকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাল হতে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় (যেমন: সার্চ ইঞ্জিন, যন্ত্রানুবাদ কৌশল ইত্যাদি); ঘ) আন্তর্জালের যান্ত্রিকতা এবং প্রযুক্তিগত দিক নিয়ে বিশেষ পরিভাষা (যেমন: সার্ভার, ব্রাউজার, লগ, নেটওয়ার্কিং, পাইথন, HTTP প্রভৃতি)। এই আঙ্গিকগুলোর প্রথম তিনটি নিয়েই মূলত আন্তর্জালিক ভাষার ভাষিক বিশ্লেষণ করা হয়, তবে সময়ের সাথে সর্বশেষ আঙ্গিকটিও প্রথম তিনটি 'ভাষা' ধারণার সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে নতুন ধারার বিশ্লেষণ চলছে।

ইন্টারনেট নির্ভর যোগাযোগের মূল বাহন হচ্ছে প্রাকৃতিক ভাষা এবং ইলেকট্রনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি (Electronic communication technology)। যন্ত্রমাধ্যম সমন্বিত যোগাযোগ, আরও নির্দিষ্ট করে বললে বলা যায় যে, কম্পিউটার সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থায় যোগাযোগের উপাদান ক্রমশ হয়ে উঠছে বহুমাত্রিক (multimedia) এবং বহুমাধ্যমিক (multimodal) উপাদাননির্ভর। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, এই যোগাযোগ

ব্যবস্থার মূল মাধ্যম হচ্ছে পাঠকৃতি বা টেক্সট (text) ভিত্তিক। ইন্টারনেটের যোগাযোগ তথা ভাষা নিয়ে প্রথমদিকের গবেষণায় মূলত ইন্টারনেটের ভাষার ঔপাদানিক গঠন এবং যেসব ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এটি ব্যবহার হচ্ছে, সেসব নিয়ে আলোচনা করা হতো। যেমন, আন্দ্রোতসোপউলোস (Androutsopoulos, 2006) তাঁর আলোচনায় বলেন, সেইসব সমরূপ আন্তর্জালের ভাষাগুলোর কথা যারা প্রমিত মানবীয় ভাষা বা প্রাকৃতিক ভাষা হতে ভিন্নতার সূচক ধারণ করে। অন্যদিকে, ডেভিড ক্রিস্টাল (Crystal, 2001)-এর মতে, আন্তর্জালের ভাষার গঠন মূলত প্রাকৃতিক ভাষার কথ্যরূপ এবং লেখ্যরূপের প্রত্যক্ষ মিশেলে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ইন্টারনেট সমন্বিত যোগাযোগের বিভিন্ন প্রকারভেদ যেমন ই-মেইল (e-mail), ব্লগ (blog), সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (social networking websites) প্রভৃতির ব্যবহৃত ভাষিক চরিত্র পরস্পর হতে ভিন্ন। অন্যদিকে হেরিং (Herring, 2004) অপর অথচ গুরুত্ববহ একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই আন্তর্জালিক ভাষার সম্পর্কায়ন নির্দেশ করেন এর সামাজিক সম্পর্কের অবস্থান ও বিন্যাস অনুসরণ করে। তিনি অভিপ্রায় রাখেন এইভাবে যে, এই ভাষার আলোচনার প্রযুক্তিগত প্রপঞ্চগুলোর চেয়ে আন্তর্জালিক পরিমণ্ডলের সামাজিক সূচক (social factors) ও প্রতিবেশ (context) অধিকতর বিবেচনার দাবি রাখে। ইন্টারনেটে সামাজিক পরিচয় এবং সামাজিক সংজ্ঞাপনের স্বরূপ বিশ্লেষণের নিরিখে ইন্টারনেটের ভাষার বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ, এই ধারণাও হেরিং পোষণ করেন।

আন্তর্জাল তথা ইন্টারনেট-এর সাথে সমন্বিত হওয়ার সময় থেকেই সংজ্ঞাপন বা যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষা এক নতুন মাত্রা পেয়েছে, তার নিজস্ব গাঠনিকতা এবং প্রকাশভঙ্গির কারণে। এই ভাষার যেমন একেবারেই নিজস্ব গাঠনিকতা রয়েছে, তেমনি এর সংজ্ঞাপনের কৌশলটিও কিছুটা আলাদা। মূলত, ইন্টারনেটের ভাষার মাধ্যম, সাধারণ সংজ্ঞাপন মাধ্যম বা যোগাযোগ মাধ্যম হতে বিভিন্নভাবেই আলাদা। প্রচলিত সাধারণ কথন এবং লেখনরীতির মৌলিক ধারার সাথে এর দূরত্ব বেশ প্রকট, তাই এই স্বরূপ বিচার করার জন্য প্রয়োজন পৃথক মাপকাঠি (Crystal, 2005)। ইন্টারনেটের ভাষার মাধ্যমে যে সংজ্ঞাপন হয় তাকে সাধারণভাবে বলা হয় কম্পিউটার সমন্বিত যোগাযোগ/সংজ্ঞাপন (Computer Mediated Communication – CMC)। এই কম্পিউটার সমন্বিত যোগাযোগকে কথন (Speech) হতে মূলত বিযুক্ত করা যায় যুগপৎ প্রত্যুত্তর (spontaneous feedback)-এর ভিত্তিতে (সাধারণ কথোপকথন বা সংলাপে যেমনটি পাওয়া যায়); প্রয়োজনীয় ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহের অনুপস্থিতির কারণে (যে বৈশিষ্ট্যগুলো বাগর্থের প্রায়োগিকতা প্রকাশ করে, যেমন, স্বর, সুর, ঝোঁক ইত্যাদি); এবং একইসাথে পৃথকভাবে বহুবিধ মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন করার সামর্থ্য (চ্যাটরুমে বা গ্রুপচ্যাটে, লেখ্যরূপে)। একইভাবে, লেখ্যরূপ হতে কম্পিউটার সমন্বিত যোগাযোগ/ সংজ্ঞাপন বিযুক্তির মাত্রা রয়েছে বেশ কিছু বহুমাত্রিক উপস্থাপন (অ্যানিমেশন ও মাল্টিমিডিয়ার সমন্বয়), কাঠামোবদ্ধ বার্তা সমন্বয় (ই-মেইল) এবং ইলেকট্রনিক টেক্সটের সংলগ্নতা (হাইপারটেক্সট)। সাধারণ মানবীয় ভাষাগুলোর

অভিনব ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য, বানানরীতি, শব্দভাণ্ডার প্রভৃতির উপর আন্তর্জালিক ভাষার যে প্রভাব, তার চেয়ে আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞানের এসব স্বতন্ত্র কথ্য এবং লেখ্য বৈশিষ্ট্যসূচক প্রপঞ্চগুলোর গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়।

আন্তর্জালিক ভাষা মূলত কম্পিউটার সমন্বিত যোগাযোগ/সংজ্ঞাপন (Computer Mediated Communication-CMC)-এর সংবাহন মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, সুতরাং, ভিন্ন ভিন্ন আন্তর্জালিক ভাষিক গোষ্ঠীভেদে আন্তর্জালিক ভাষার ভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। আন্তর্জালিক ভাষা কোনো একক ভাষা নয়, একথা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। বরং, কোনো নির্দিষ্ট মানবীয় ভাষার সাথে যুক্ত হয় এই ভাষা এবং তাকে মূল আশ্রয় ধরে, মূলভাষার পরতে পরতে জমে ওঠার মাধ্যমে রূপ নেয় নতুন ভাষিক প্রকাশ। যেমন ইংরেজি বা বাংলা ভাষার আশ্রয়ে অন্য কোনো শব্দ বিশেষ আন্তর্জালিক ভাবার্থ সহযোগে প্রকাশ করে নতুন বাগর্থভিত্তিক এক ভাষারূপ। এটি আদলে বাংলা বা ইংরেজি হলেও, আন্তর্জালিক ভাষা হিসেবে কোন আন্তর্জালিক গোষ্ঠীর কাছে (ব্লগ বা ফেসবুকের গ্রুপভিত্তিক গোষ্ঠী) ব্যবহারের গ্রহণযোগ্যতা এবং ভাষিক স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। সময়ের সাথে এভাবেই আন্তর্জালিক ভাষার কোনো নির্দিষ্ট রূপ গড়ে ওঠে। তাই বলা যায়, আন্তর্জালিক ভাষার বিশ্লেষণে কম্পিউটার সমন্বিত যোগাযোগ বা সংজ্ঞাপনের সাথে সংযুক্ত কিছু নির্দিষ্ট বিষয় ওই ভাষার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের সাথে যেমন ক্রিয়াশীল থাকে, একই সঙ্গে আন্তর্জালিক ভাষার সংবাহনের প্রযুক্তির ভাষিক বিষয়গুলোও এখানে ভূমিকা রাখে।

৩. আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞান

জ্ঞানশাখার যে কোনো বিষয়ে কোনো নতুন উপশাখার উদ্ভব আকস্মিকভাবেই হয়ে থাকে — এমনটা যেমন সত্য নয়, তেমনি ভাষার ওপরে আন্তর্জাল তথা ইন্টারনেটের প্রাগ্রসরতা যেভাবে প্রভাব ফেলছে, আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞান বা ইন্টারনেট ভাষাবিজ্ঞান (Internet Linguistics)-এর পরিধি নিয়ে বিশদ আলোচনা আরম্ভ করার সময় হতে পারে এখনই (Crystal, 2005)।

থারলো (Thurlow)-এর মতে, আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞান হচ্ছে ইন্টারনেট বা আন্তর্জালের বিভিন্ন প্রণালীর মাধ্যমে ভাষা ও যোগাযোগের ভাষিক বর্ণনা। ইন্টারনেটের সমন্বিত যোগাযোগের প্রতিটির মাধ্যমের বা প্রযুক্তির ভাষা নিয়েই আলোচনা করতে সক্ষম এই নতুন উপশাখা। মূলত, এখন পর্যন্ত ইন্টারনেটের ভাষার আলোচনা হচ্ছে এককালিক (Synchronic) ভাষিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন। কিন্তু ইন্টারনেট নামক যোগাযোগের চালিকাশক্তির অগ্রসরমানতা এতোই দ্রুত ধাবমান যে, এই ইন্টারনেটের ভাষার বহুকালিক বিশ্লেষণও করার সম্ভবপর। কারণ এই শতকের ইন্টারনেটের ভাষার চেয়ে বর্তমানের আন্তর্জালিক ভাষার গঠন অনেকাংশেই আলাদা এবং এরূপ পূর্বানুমান করা যেতেই পারে যে, ভবিষ্যতের এই ভাষিক পরিবর্তন হবে আরও গতিশীল এবং ভিন্নতর। ভাষিক পরিবর্তনের এই হার বিশ্লেষণের পাশাপাশি সময়ের সাথে ভাষার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে

উচ্চারণ (pronunciation), শব্দভাণ্ডার (vocabulary), বাক্যিক গঠন (syntactic pattern), ব্যাকরণ (grammar) এবং বানানরীতি (spelling) ইত্যাদির পরিবর্তন সমবায়ে আলোচনার প্রপঞ্চ হতে পারে এই আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞান। আরও দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির ভাষীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের ভাষা ব্যবহার করছে এবং নিজেদের ভাষার সাথে ইন্টারনেটের ভাষার মিশ্রণ করছে, বহন করছে ভিন্ন ভাষার ভিন্ন সংস্কৃতির শব্দের রেশ — এভাবে আসছে ইন্টারনেট নির্ভর বহুভাষিক (multilingual) পরিস্থিতি। আন্তর্জালের ভাষার বহুভাষিক পরিস্থিতি পাঠের জন্যেও ইন্টারনেট ভাষাবিজ্ঞান ক্রিয়াশীল থাকতে পারে সক্রিয়ভাবে। আন্তর্জালের ভাষার বহুভাষিক পরিস্থিতি পাঠের জন্যেও ইন্টারনেট ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞানের আওতায় সমাজভাষাবিজ্ঞান (sociolinguistics)-এর আলোকে পাঠ ও বিশ্লেষণও জরুরি। ওয়েবের ভাষার সমাজবৈজ্ঞানিক পাঠে দেখা যায় যে, যেভাবে ইন্টারনেটের ভাষায় নতুন একটি ভাষিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত হচ্ছে যা একইসাথে অনানুষ্ঠানিক এবং শৈলীগত দিক দিয়ে প্রাকৃতিক ভাষা হতে পৃথক, ওই নতুন ভাষাবৈচিত্র্যের ব্যবহারকারীদের ভাষাবোধ এবং প্রায়োগিকতার ক্ষেত্র নিয়েও আসে নতুন আলোচনা, কারণ বাগর্থের (meaning) আনকোরা প্রয়োগ হয়ত এখান থেকেই পাওয়া যায়। আবার শিক্ষাক্ষেত্রেও এই আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞান তার নিজস্ব একটি অবস্থান প্রত্যাশা করে, কারণ ইন্টারনেটের ভাষার সমন্বয়ে নতুন যে ভাষার জন্ম সেটির স্বরূপ বিচার এবং ভাষিক ব্যবহারে প্রয়োজন নির্দেশনা। এর ফলে ইন্টারনেটের ভাষিকতার চর্চার সময় সেটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো তাত্ত্বিকভাবে ব্যবহারকারীদের কাছে পরিচিত থাকবে। প্রাকৃতিক ভাষা এবং নতুন ধারার ভাষা — উভয়েই তাদের নিজস্ব ভাষিক অবস্থানে থাকবে সংহত। এমনকি ব্যবহার তথা প্রায়োগিকতার বিন্যাসে ইন্টারনেটের ভাষার আলোচনায় আসতে পারে প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় তত্ত্বসমূহ। সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে, ভাষাবিজ্ঞানের অধিকাংশ উপশাখার সমন্বয়ে আলোচনা হতে এই নবীনতম উপশাখাটির — আর তা কেবল এর বৈচিত্র্যময়তার কারণেই, এটি নির্ধারিত কিছু বিষয়েই আলোচিত হয় না বরং, এই আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞান আত্মস্থ করে নেয় ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার নানাবিধ ক্ষেত্র।

৪. আন্তর্জালিক ভাষার গাঠনিকতার স্তরীয় বিশ্লেষণ

ভাষা বিশ্লেষণের জন্যে বহুধারিক বিশ্লেষণী উপায় রয়েছে। তবে আন্তর্জালিক ভাষা বিশ্লেষণের জন্য এই ধারণাটি সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন যে- আন্তর্জালিক ভাষার বিশ্লেষণে যুক্ত হতে সক্ষম ভাষাবিজ্ঞানের বৈচিত্র্যপূর্ণ সব তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কারণ, এই বিশেষ ভাষা ওয়েবের সন্দর্ভ বা অধিবাচন (discourse) পর্যায় থেকে শুরু করে ভাষীর ব্যক্তিগত ব্যবহারের সাথে সমন্বিত। হেইনেস (Heynes, 1989) ভাষা বিশ্লেষণের আলোচনায় যেসব পর্যায় রয়েছে সেগুলো হলো উপাদান, গঠন, অধিবাচন, পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। এই পর্যায়গুলোকে আন্তর্জালিক ভাষা বিশ্লেষণ প্রয়োগ করা

সম্ভবপর এবং এর মাধ্যমে আমরা পেতে পারি বেশ কিছু স্তর। স্তরসমূহের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রিক স্তর (Ideological layer), পরিস্থিতি স্তর (Context layer), কথন-লিখন ভেদে বিষয়ান্তর স্তর (Discourse layer), পারিভাষিক স্তর (Terminological layer), প্রযুক্তিগত স্তর (Technological layer)। এই স্তর প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে পরিবর্তনশীল এবং একটির পরিবর্তনের ফলের অন্য স্তরের পরিবর্তন ঘটে বৈকি। আন্তঃসম্পর্কিত এইসব স্তরের বর্ণনার মাধ্যমে আমরা ইন্টারনেটে ব্যবহৃত ভাষা ব্যবহারের একটি তাত্ত্বিক চিত্র উপস্থাপন করতে পারি।

ভাষা মূলত অর্থপ্রকাশের জন্য গঠিত কিছু চিহ্নসমষ্টির সমন্বয়। আন্তর্জালিক ভাষার বিন্যাসের প্রযুক্তিগত স্তরের উল্লেখ প্রাথমিক পর্যায়ে (উল্লেখের কারণস্বরূপ) বলা যায়, ইন্টারনেটের ভাষার প্রকাশযোগ্য রূপ যেহেতু লেখ্য, সেহেতু আন্তর্জালিক উপস্থাপনে এই ভাষার প্রত্যক্ষ অবস্থান আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ইলেকট্রনিক হরফের দৃশ্যরূপে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই হরফগুলো ছিল আসকি সংকেত (ASCII : American Standard Codefor Information Interchange)-এর নির্ভরশীল যেখানে শুধু আমেরিকান ইংরেজি ভাষার আদলে রোমান বর্ণমালা অনুসারে ১২৮ টি সংকেতগুচ্ছের মাধ্যমে ভাষিকরূপের লেখ্য প্রকাশ ছিল। পরবর্তী সকল ভাষার লেখ্যরূপের আন্তর্জালিক উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করা হয় ইউনিকোড সংকেত (UNICODE character set), যার মূল ধারণা ছিল যে বিভিন্ন ভাষার বর্ণের রূপভেদ হলেও সেটির জন্য একটি একক সংকেত থাকবে যেটির আর পরিবর্তন হবে না। ২০১২ সালের ইউনিকোডের যে সংস্করণ বের হয় সেখানে পৃথিবীর ১০০ টির অধিক লিপির প্রায় ১,১০,১০০ বেশি সংকেত (Character) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা প্রকারান্তরে আন্তর্জালিক পরিমণ্ডলে অধিকাংশ ভাষার বিশ্বায়ন ঘটিয়েছে। এর ফলে, আন্তর্জালিক উপস্থাপন (Internet language representation)-এর দিক দিয়ে এখন শুধু ইংরেজি ভাষানির্ভর ভাষিক উপস্থাপনই নয় বরং, যাবতীয় ভাষার নিজস্ব আন্তর্জালিক ভাষিক বিশ্লেষণ সম্ভবপর হয়েছে। উপস্থাপনের সাথে প্রযুক্তিগত এই হরফের পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনায় আসে পারিভাষিক স্তর (Terminological layer), যেখানে মূলত ইন্টারনেটের ভাষার গাঠনিক এককসমূহের শনাক্তকরণ করা হয় প্রাকৃতিক ভাষার গাঠনিকতার আদলে। মানবীয় ভাষার গাঠনিক ক্রমে আমরা যেমন দেখতে পাই, ধ্বনি-রূপমূল-বাক্যংশ-বাক্য-সন্দর্ভের ক্রমধারা তেমনি আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞানের নিজস্ব গাঠনিকতায় আমরা লক্ষ করি মূলত তিনটি প্রধান ক্রম। আন্তর্জালিক ভাষার গাঠনিকতায় যে ধারাবাহিকতা সেটি মূলত এরকম; আন্তর্জালিক রূপমূল (Internet mediated electronic morphome), আন্তর্জালিক পরিভাষা (Internet mediated electronic terminolgy), আন্তর্জালিক শব্দভাণ্ডার (Internet mediated electronic lexicology)। প্রথমত এখানে রূপমূল পর্যায়ের ভাষিক একক যুক্ত হয়, অতঃপর সেটির আন্তর্জালিক অর্থ সমন্বয়ে নতুন একটি বাগর্থিক রূপ গ্রহণযোগ্য হয় এবং চূড়ান্তভাবে এটি যুক্ত হতে পারে আন্তর্জালিক শব্দভাণ্ডারের একটি উপাদান

হিসেবে। শুধু প্রচলিত শব্দের নতুন বাগর্থিক রূপ যে এখানে নতুন অর্থ লাভ করে তাই নয়, বরং নতুন শব্দের উদ্ভব ঘটে প্রয়োজন সাপেক্ষে এবং নিজস্ব বাগর্থিক প্রতিবেশের সমন্বয়ের এটি আন্তর্জালের ভাষিক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা পায়। বিভিন্ন ভাষাবৈজ্ঞানিক শব্দগঠন প্রক্রিয়া এখানে ক্রিয়াশীল থাকে, যার উদাহরণসাপেক্ষ আলোচনা পরবর্তীকালে উল্লেখ করা হবে। শব্দ আত্মীকরণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হবার সাথে সংযুক্তি আসে বাগর্থের বিভিন্ন বিশ্লেষণী তত্ত্বের, যার মাধ্যমে লেখ্য এবং কথ্যরূপের বিযুক্তিকরণের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। এই বিষয়টির আলোচনা করা যায় কথন-লিখনভেদে বিষয়ান্তর স্তর (Discourse layer)-এর অংশে। এই অংশে বাক্ ক্রিয়া/উক্তি কর্ম (Speech Act)-এর আলোকে শ্রেণিকরণ তত্ত্ব (Genre theory) প্রয়োগের মাধ্যমে আন্তর্জালিক ভাষা যারা ব্যবহার করে থাকে তাদের মধ্যেকার আন্তর্জালিক শ্রেণিকরণ (Internet based genres/cybergenres) করা হয়। কারণ এখানে আন্তর্জালিক ভাষাগোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা আসে এবং আন্তর্জালিক ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যেকার ভাষিক সাযুজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পৃথক পৃথক ভাষাগোষ্ঠীতে বিভাজন করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

গোষ্ঠীবদ্ধ আন্তর্জালিক ভাষার অধঃক্রমিক বিশ্লেষণের জন্য ব্যক্তিপর্যায়ের আন্তর্জালিক ভাষার বিশ্লেষণ হচ্ছে সর্বশেষ ধাপ, কিন্তু এই দুই অংশের মধ্যে যে স্তরটি ক্রিয়াশীল থাকে সেটি হচ্ছে পরিস্থিতি স্তর (context layer)। পরিস্থিতি স্তরে বাগর্থিক পরিস্থিতি অনুসারে প্রথমত আন্তর্জালিক ব্যবহারকারী (Internet tenor: as per meaning) এবং আন্তর্জালিক মাপকাঠি (Internet mode: as per meaning) নির্ধারিত থাকে। পরবর্তীকালে আন্তর্জালিক ব্যবহারকারী ভাষিক আচরণ অনুযায়ী তাদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের ভূমিকা (Interpersonal function) এবং আন্তর্জালিক মাপকাঠি অনুসারে টেক্সটভিত্তিক ভূমিকা (Textual function)-এই দ্বৈততার স্বরূপ পাওয়া যায়। এই পরিস্থিতি স্তরের সর্বশেষ বিশ্লিষ্ট অংশ হিসাবে তাই পাওয়া যায় অনানুষ্ঠনিক আচরিক অবস্থা (Informalisation) এবং ইলেকট্রনিক টেক্সট (electronic text)-এর ব্যবহার। একেবারেই সরলীকরণ করে যদি বলা হয়, তাহলে ব্যাপারটি অনেকটা এরকম যে, এই স্তরে আন্তর্জালিক ভাষার ব্যবহারে যেসব অনানুষ্ঠনিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং যেরকম ইলেকট্রনিক টেক্সট ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করে থাকেন তার প্রকৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রিক স্তর (Ideological layer) হচ্ছে দৃশ্যরূপের প্রথম স্তর বা প্রযুক্তিগত স্তর চূড়ান্ত পরিণতি যেখানে আন্তর্জালিক ভাষা ব্যবহারকারীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষিক ধারণাসমূহ যেমন আন্তর্জালিক ব্যক্তিগত পরিচিতি (Online identity), নিজস্ব ভাষা প্রয়োগ (Perosnal language use) এবং আন্তর্জালিক গোষ্ঠীবদ্ধতা (Internet community) ব্যাপারগুলো সংযুক্ত থাকে। এইসব বিষয়গুলোর সামগ্রিক স্বত্তা মূলত আন্তর্জালিক ভাষার ইন্টারনেটের জগতে ভাষা সংযোগ (language in contact)-এর বিষয়টি স্পষ্ট করে। পোস্তেগুইলো (Posteguillo, 2002) এই স্তরসমূহকে এই সামগ্রিক উপস্থাপনের চেষ্টা করেন এবং কাঠামোবদ্ধভাবে একে উপস্থাপন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জালিক ভাষার গাঠনিক পরিবর্তন এবং ব্যবহার সম্পর্কিত তাত্ত্বিক কাঠামোকে আমরা নিম্নোক্ত চিত্ররূপে উপস্থাপন করতে পারি—

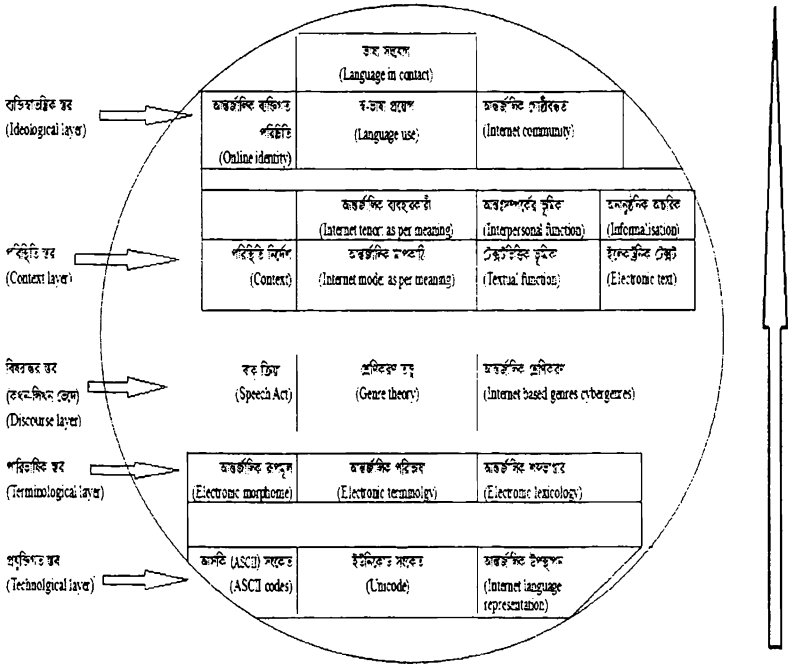

চিত্র ১: ভাষা প্রয়োগের ভিত্তিতে আন্তর্জালিক ভাষার স্তরীয় কাঠামো; পোস্তেগুইলো (Posteguillo, 2002) অনুসারে রূপান্তরিত

৫. লিখন-বাচনের মিশ্র সংশ্রয়

তাত্ত্বিকদের মতে, বর্তমানে এটি গ্রহণযোগ্য যে, আন্তর্জালিক ভাষার প্রধান একটি পরিচায়ক হচ্ছে কথ্য-লেখ্য রূপের দ্বৈত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত নিজস্ব ভাষারীতি। এই ভাষারীতির মাধ্যমে ইন্টারনেট তথা কম্পিউটার সমন্বিত যোগাযোগ, ভাষাগতভাবে সংজ্ঞাপনের আওতায় আসে। এই ভাষার কথ্য-লেখ্য রূপের মূল উপাদানের সমন্বয়ের বিকাশমানতায় লক্ষ করা অসামান্য সৃষ্টিশীলতা। এক্ষেত্রে ভাষার অবাচনিক প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় চিত্ররূপের সংকেত ইমোটিকন (Emoticon), শব্দসংক্ষেপ (Abbreviations) এবং অন্যান্য সমধর্মী সংজ্ঞাপন উপাদান; অন্যদিকে উচ্চারণ, ব্যাকরণ এবং বানানের অপ্রমিত উপস্থাপনের সাথে প্রকাশ করা হয় ভাষা কথ্যধর্মী বৈশিষ্ট্যসমূহকে। লিখন-বাচনের এই সংমিশ্রণের মাধ্যমে মানুষের এই প্রবণতা ক্রমশ ক্রিয়াশীল হয় যেখানে ভাষার ব্যবহারের লিখিত উপস্থাপন নির্ভর করে কথ্যরূপের গাঠনিক উপস্থাপনের ভিত্তিতে।

ডেভিড ক্রিস্টাল (Crystal, 2011) এই সংমিশ্রণের ব্যাপারটির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন, তবে তার পূর্বে স্পষ্টভাবে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জালিক ভাষায় কথ্য এবং লেখ্য ভাষিক রূপের অন্তর্গত শর্তের সম্পৃক্ততা আলোচনা করেছেন। নিচে উপস্থাপিত ছক দুইটিতে এই বিষয়দ্বয় উল্লেখ করা হলো—

কথ্য ভাষার শর্তসমূহ	আন্তর্জালিক ভাষার যোগসূত্র (সাধারণ অবস্থায়)
১) সময়াবদ্ধ (Time-Bound)	নেতিবাচক; সময় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়
২) স্বতস্ফূর্ততা (Spontaneous)	নেতিবাচক; ব্যবহারকারী দ্বারা আরোপিত
৩) সম্মুখ যোগাযোগ (Face to face Communication)	নেতিবাচক; মাধ্যম নির্ভর
৪) অনিত্য কাঠামোবদ্ধতা (Loosely Structured)	আপেক্ষিত; প্রতিবেশ সাপেক্ষে পরিবর্তিত হতে পারে
৫) সামাজিকভাবে সংজ্ঞাপক (Socially Interactive)	নেতিবাচক; তবে সংজ্ঞাপনের পরিধি বাড়ছে
৬) তাৎক্ষণিক পুনঃসংশোধনযোগ্য (Immidiatedly Revisable)	আপেক্ষিক; যন্ত্রসাপেক্ষ
৭) উচ্চারণগতভাবে উৎকর্ষ (Aesthetically Rich)	আপেক্ষিক; প্রকাশভেদে পার্থক্যসূচক

ছক ১ : আন্তর্জালিক ভাষায় কথ্য ভাষার অন্তর্গত শর্তের সম্পৃক্ততা; ক্রিস্টাল (Crystal, 2006: Language and the Internet)-এর আলোচনা অনুসারে রূপান্তরিত

লেখ্য ভাষার শর্তসমূহ	আন্তর্জালিক ভাষার যোগসূত্র (সাধারণ অবস্থায়)
১) স্থানিকভাবে বদ্ধ (Time-Bound)	ইতিবাচক; তবে মুক্ততার বেশ কিছু সুযোগসম্পন্ন
২) চিন্তাপ্রসূত (Spontaneous)	ইতিবাচক; লেখনের আগে ভাবনার প্রয়োজন
৩) দৃশ্যমাধ্যমে অর্থানুসন্ধান (Visually decontextualized)	ইতিবাচক; পাঠের পরে প্রতিবেশ অর্থনির্দেশে সক্ষম
৪) বিস্তৃত কাঠামোবদ্ধতা (Elaborately Structured)	ইতিবাচক; লেখন কাঠামোবদ্ধ
৫) প্রত্যক্ষ সংজ্ঞাপক (Factually Communicative)	ইতিবাচক; সরাসরি সংজ্ঞাপন

৬) তাৎক্ষণিক পুনঃসংশোধনযোগ্য (Immidiatedly Revisable)	ইতিবাচক; দ্রুত এবং যন্ত্রসাপেক্ষ
৭) দৃশ্যরূপে দিকে উৎকর্ষ (Immidiatedly Revisable)	ইতিবাচক; ভিন্ন ভিন্ন লেখ্যরূপের দৃশ্যরূপ

ছক ২: আন্তর্জালিক ভাষায় কথ্য ভাষার অন্তর্গত শর্তের সম্পৃক্ততা; ক্রিস্টাল (Crystal, 2006: Language and the Internet) এর আলোচনা অনুসারে রূপান্তরিত

৬. ইন্টারনেটে বাংলা ভাষা: স্বরূপ এবং পরিবর্তন

ইন্টারনেট এমন এক প্রযুক্তি যা বৈশ্বিক পরিসরকে ক্রমশ ছোট করে আনছে পারস্পরিক সংজ্ঞাপনের মাধ্যমে। একইসঙ্গে এই আন্তর্জাল বা ইন্টারনেটের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জ্ঞানভাণ্ডার। ইন্টারনেটে বাংলা ভাষার অবস্থান এবং প্রকার জানার জন্য চারটি ক্ষেত্র তুলে ধরা সম্ভব (বিজয়, ২০০৫)। সেগুলো যথাক্রমে-০১) আন্তর্জাল বা ইন্টারনেটে বাংলা ভাষার ব্যবহারের জন্য বিদ্যামান প্রযুক্তি; ০২) বাংলা ভাষায় বিদ্যমান ওয়েবসাইটসমূহ; ০৩) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নির্ভর ওয়েবসাইট; ০৪) বাংলা ভাষা শেখার ওয়েবসাইট।

ইন্টারনেটে বাংলা ভাষার ব্যবহারের জন্য বিদ্যমান প্রযুক্তি মূলত বাংলা ভাষার আন্তর্জালিক প্রকাশের জন্য ইলেক্ট্রনিক হরফ (Electronic text) ভিত্তিক লিখনকৌশল বা সফট্ওয়্যার ব্যবহার নিয়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা ভাষাকে কম্পিউটার উপযোগী ভাষায় বা ইলেক্ট্রনিক টেক্সটে প্রকাশের জন্য আসকি (ASCII) হরফ নির্ভর ইলেকট্রনিক টেক্সট বা পাঠবস্তু ব্যবহার করা হতো। কিন্তু আসকি হরফ সম্পূর্ণভাবেই ইংরেজি ভাষাভিত্তিক হওয়ার কারণে বাংলা ভাষার নিখুঁত আন্তর্জালিক উপস্থাপনে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। সেই সমস্যার সমাধানে বাংলা ভাষা আত্মীকরণ করে নেয় ইউনিকোড (UNICODE) হরফকে। মুনির হাসান (২০১১)-এর লেখায় ব্যাপারটি সহজভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে-

> 'আসকিতে ছিল মোটে ২৫৬ টি সংকেত। ইউনিকোডে হলো ৬৫ হাজারেরও বেশি! অর্থাৎ কি না পৃথিবীতে যত ভাষা চালু আছে, তার যত প্রতীক আছে, সবই সেখানে রাখা যাবে (ম্যাপিং)। পৃথিবীর আর দশটি ভাষার মতো আমার মায়ের ভাষাও ঢুকে গেল ইউনিকোডে। অর্থাৎ ইউনিকোডে নির্ধারিত হয়ে গেল বাংলা ভাষার 'ক'-কে কম্পিউটার কোন সংকেত হিসেবে চিনবে। যে সফটওয়্যারগুলো ইউনিকোড মেনে চলে তাদের বেলায় সব 'ক' একই সংকেতে চেনা যাবে। অর্থাৎ আমার আর আপনার কম্পিউটারে বাংলা লেখার পদ্ধতি যদি ইউনিকোড সমর্থিত হয়, তাহলে কারও কোনো বিভ্রান্তি হবে না!' (ব্লগ পৃষ্ঠা-১)

এই দশকের শুরুর দিকে থেকেই ইউনিকোড প্রবল প্রতাপে ব্যক্তিগত এবং বেসরকারি পর্যায়ে বাংলা ভাষার ব্যবহার স্থান করে। এমনকি বাংলা ভাষার উপস্থাপনে বাংলাদেশের সরকারি পর্যায়েও ইউনিকোড ব্যবহার শুরু হয় (যেমন— ইউনিকোডে

বাংলা ভাষায় লিখিত ভোটার তালিকার তথ্যভাণ্ডার, 'আমার বর্ণমালা' নামক ইউনিকোড ফন্ট উন্মোচন ইত্যাদি)। এছাড়াও ব্যক্তিগত পর্যায়ে আন্তর্জালে বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীদের কাছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাংলা লেখায় জনপ্রিয় হচ্ছে যেটির ভিত্তি ওই ইউনিকোড, উদাহরণস্বরূপ অ্যান্ড্রয়েড ফোনে বাংলা লেখার 'রিদ্মিক' বা 'মায়াবী' অ্যাপ। সুতরাং আন্তর্জালিক পরিমণ্ডলে বাংলা ইলেক্ট্রনিক হরফ এবং বাংলা লেখার জন্য প্রয়োজনীয় সফট্ওয়্যার না প্রযুক্তি এখন বেশ সংহত অবস্থানে এসেছে, এটি বলা যেতেই পারে।

বাংলা ভাষাকে আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন বাংলা ভাষায় নির্মিত ওয়েবসাইটগুলোর ভাষিক বিশ্লেষণ। সেসব ওয়েবসাইটের মধ্যে থাকতে পারে বাংলা ভাষার লেখ্যরূপে পাওয়া যাবতীয় ওয়েবসাইট, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নির্ভর ওয়েবসাইট, বাংলা ভাষা শেখার ওয়েবসাইট এবং বাংলা ভাষা ব্যবহার করা যায় এমন সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ব্লগসমূহ। বাংলা ভাষায় এরকম ওয়েবসাইটের সহজপ্রাপ্যতা ক্রমশ বাড়ছে। একদল স্বেচ্ছাসেবী তাদের নিরলস শ্রম দিয়ে ইন্টারনেটে বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় তথ্যভাণ্ডার বাংলা উইকিপিডিয়া গড়ে তুলেছেন। রয়েছে বাংলা ভাষায় অনেক ব্লগ বা দিনপঞ্জি লেখার অনেক সাইট। অধিকাংশ বাংলা সংবাদপত্রের ইলেক্ট্রনিক সংস্করণ এখন পাওয়া যাচ্ছে এবং অনেক বাংলা অনলাইন নিউজপোর্টালও বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। বেশ কিছু সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট বর্তমানে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও অতি সাম্প্রতিককালে জাতীয় পর্যায়ে দেশের মোট ৬৪টি জেলা বাতায়নের যে আন্তর্জালিক ঠিকানা রয়েছে, তার সবটাই বাংলা ভাষায় তৈরি করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশকে বাংলা ভাষায় জানার জন্য একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ভাষাপ্রেমী বাঙালি প্রযুক্তিবিদদের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ইন্টারনেট ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন যেমন, ফায়ারফক্স ব্রাউজার, ওপেন অফিস, জুমলা, গুগল, লিনাক্স, উবুন্টু এসব বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে। ইন্টারনেটের প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান গুগল (Google) সাম্প্রতিক সময়ে তাদের বিভিন্ন ব্যবসায়িক সেবা বাংলা ভাষায় পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করছে, যার বাস্তব রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি বাংলা ভাষায় জিমেইল, গুগল ট্রান্সলেট, গুগল নিউজপেপার ইত্যাদির সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে। তবে ইন্টারনেটে বাংলা ভাষা-সাহিত্য এবং বাংলা ভাষা শেখার ওয়েবসাইট সেভাবে নেই বললেই চলে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এ নিয়ে কিছু কাজ হয়েছে এবং কর্মপ্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে হাতেগোণা কয়েকটি বাংলা ভাষা শিক্ষা বিষয়ক ওয়েবসাইট আছে। বহুল পরিচিত ও জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেরও বাংলা রূপান্তর করা হয়েছে। বাংলা ভাষার 'ব্লগ'সমূহ বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনেও বর্তমানে ভূমিকা রাখছে। 'ব্লগ' পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষায় আন্তর্জালিক ভাষিক পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ এখানে

ব্যবহারকারীদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলার কথ্যরূপের সাথে লেখ্যরূপে মিশেল দেখা যায় সুস্পষ্টভাবে। একই কথা প্রযোজ্য বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর ক্ষেত্রে।

এই ব্যবহার যে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আরও অগ্রসর হবে একথাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তবে সামগ্রিক দিক দিয়ে বিচার করলে, বাংলা ভাষার ওয়েবসাইটগুলোর পরিসর এখনও মানুষের তথ্যচাহিদা পূরণ করার জন্য অপর্যাপ্ত। বাংলা ভাষায় ওয়েবসাইটগুলোর বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য কম, আবার বিষয়ভিত্তিক ব্যাপারেও রয়েছে পরিমাণ ও গুণগত সীমাবদ্ধতা। উদাহরণস্বরূপ — 'Bengali language' লিখে গুগল অনুসন্ধান করলে পাওয়া যায় ৬২,৪০০,০০০ ফল; অন্যদিকে, 'বাংলা ভাষা' শব্দযূথের গুগল অনুসন্ধান পাওয়া যায় ৩৯,৪০০,০০০ ফল যা পূর্বের পাওয়া ফলের তুলনায় অর্ধেকের চেয়ে সামান্য কিছু বেশি (অক্টোবর, ২০১৫ সময়ে প্রাপ্ত গুগল অনুসন্ধান হতে এই ফল পাওয়া গিয়েছে)। তবে এই হার সময়ের সাথে বৃদ্ধি পাবে, এমন আশাবাদ করা যায় নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে ।

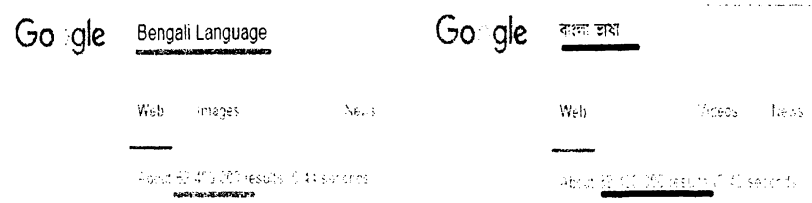

চিত্র ২ : ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় গুগল ফল অনুসন্ধানের নমুনা

আন্তর্জালিক ভাষা বাংলা ভাষায় যেভাবে ক্রিয়াশীল, তার সম্যক একটি উদাহরণ হতে পারে বাংলা ব্লগের কিছু ভাষিক উপাদান পর্যবেক্ষণ। সমকালীন প্রেক্ষাপটে, যদিও ব্লগের চেয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভাষায় আন্তর্জালিক প্রভাব বেশি কাজ করছে, তবুও বলা যায় বাংলা ব্লগেই বাংলা ভাষায় আন্তর্জালিক প্রভাবের নমুনা দেখা গিয়েছিল একেবারে প্রথম দিকেই। বর্তমানে সামাজিক একরামুল হক শামীম (২০১১) যিনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় ব্লগিং করছেন, তার লেখনী থেকে আমরা জানতে পারি, বাংলা ব্লগিংয়ের শুরুর থেকেই ব্লগ শব্দটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সময়ের সাথে বাংলা শব্দভাণ্ডারে নতুন শব্দ হিসেবেই যুক্ত হয়েছে ব্লগ। এছাড়াও যারা ব্লগে লেখেন এবং মন্তব্য করেন তাদের বলা হচ্ছে ব্লগার, বর্তমান বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে যেটি বহুল আলোচিত একটি শব্দ। এই শব্দগুলো এখন শুধু বহুল ব্যবহৃত শব্দই নয়, নামপদের পাশপাশি এগুলো এখন ক্ষেত্রবিশেষে ক্রিয়া হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দেখা যাক বাংলা ব্লগের ভাষিক কিছু বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে নতুন কিছু শব্দ এই ভাষায় যুক্ত হয়। যেমন —

১) যৌগিকীকরণ (compunding): ত্যানাপ্যাঁচানি, মড়ুরাম প্রভৃতি।

২) রূপান্তর (conversion): ব্লগিং করা > ব্লগানো, কমেন্ট করা > কমেন্টাইছি, ক্লিক করুন > ক্লিকান, পোস্টাইলাম > পোস্ট প্রকাশ করলাম প্রভৃতি।

৩) শীর্ষক শব্দ গঠন (acronym): হাসতে হাসতে পড়ে গেলাম > হা হা প গে, পুপি > পুত্তুম পিলাচ প্রভৃতি

৪) খণ্ডন /কর্তন (clipping): টেকি, মডু, ডেভু প্রভৃতি।

এছাড়াও ধ্বনিতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হতে, বাক্যতাত্ত্বিক গঠন, বাগর্থিক প্রসঙ্গ এমনকি লিখনকৌশলের ভিত্তিতেও নতুন ভাষিক শব্দের উদ্ভব এবং ব্যবহার ক্রমশ ক্রিয়াশীল হতে থাকে। এগুলোও বিস্তারিত ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দাবি রাখে এবং আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় সম্পৃক্ত হবার অবকাশ রয়েছে। ব্লগীয় ভাষা নিয়ে ফাহমিদুল হক (২০১০) লিখেছেন —

> ব্লগ কমিউনিটির একটা নিজস্ব ভাষাশৈলী দাঁড়াচ্ছে। এটা প্রমিত বাংলা যেমন নয় তেমনি মুদ্রণমাধ্যমে বা সমসাময়িক সাহিত্যে কিছু তরুণ লেখকের কাছে আদর পাওয়া 'পূর্ববঙ্গীয় ভাষা'ও নয়। ব্লগের ভাষায় আঞ্চলিকতার ছোঁয়াচ আছে, তবে শেষ পর্যন্ত তা আঞ্চলিক নয়। সেলফোন-সংস্কৃতি, বিজ্ঞাপন ও এফএম রেডিওর মাধ্যমে হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া 'ডিজুস ভাষা'ও নয় সেটা। এ এক পৃথক 'ব্লগীয় ভাষা'। এতে প্রমিত ও কথ্য সব ধরনের ভাষারূপেরই মিশেল রয়েছে। একে কখনো মনে হবে ভাষিক অনাচার, আবার একটু খোলামনে দেখলে এর এক অদ্ভূত অনানুষ্ঠানিক সৌন্দর্য ও রস রয়েছে।

এখন পর্যন্ত আন্তর্জালে বাংলা ভাষার প্রয়োগ শুধুমাত্র লেখ্যরূপে পাওয়া যায়, কিন্তু কথ্যরূপে বাংলার যান্ত্রিক প্রয়োগ সেভাবে লক্ষ করা যায় না। কারণ ভাষাপ্রযুক্তির যেসব ক্ষেত্র বাংলাভাষাকে কথ্যরূপে সরাসরি আন্তর্জালে উপস্থাপন করতে পারে, সেগুলো এখনও তেমন পর্যাপ্তভাবে উন্নত হয়নি। বাংলা পাঠবস্তু থেকে কথন (টেক্সট টু স্পিচ), কথন থেকে পাঠবস্তু (স্পিচ টু টেক্সট), বাংলা উচ্চারণ নির্দেশক, বাংলা ভাষায় যন্ত্রানুবাদ প্রভৃতি কথ্য-ভাষাপ্রযুক্তি একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। লেখ্যরূপের ব্যবহার যদিও বর্তমানে অনেকটাই পরিচিতি পেয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলা লেখনরীতি অনুসারে কোনো মান-নির্ভর কীবোর্ড লেআউট গড়ে ওঠেনি। সুতরাং ভাষাতাত্ত্বিক পাঠের সাথে সাথে বাংলা ভাষার যন্ত্রনির্ভর ভাষিক উপস্থাপন কৌশলটিও বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

৭. আন্তর্জালিক ভাষিকতার ভবিষ্যৎ

ইন্টারনেট বা আন্তর্জালের একক ভাষা হিসেবে ইংরেজি আবির্ভূত হলেও কিন্তু এখন ইন্টারনেটে বিভিন্ন ভাষার বিকাশ ঘটছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। এখনও পর্যন্ত ওয়েবে ইংরেজি এককভাবে সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা হলেও, ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো ইন্টারনেটে বেশিরভাগ তথ্য উপাত্তই ছিল ইংরেজি নয় এমন সব ভাষায়। নতুন

কম্পিউটার প্রযুক্তি অ-রোমান ভাষাসমূহ ব্যবহার করে পড়া ও লেখার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এ থেকে অনুমান করে যেতেই পারে যে আগামী সময়েও ইন্টারনেটে ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য থাকবে, তবে সেটির ভাষিক উপস্থাপন হবে পৃথক। আর এখন আমরা যা দেখছি বা ভাবছি তা থেকে অনেক আলাদা হবে তার রূপ আর প্রয়োগ। কারণ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা, যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি এমন মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। এই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে আরো বাড়ছে। এর প্রধান কারণ ইন্টারনেটে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মানুষদের তাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের সময় ব্যাকরণ, বানান বা উচ্চারণ নিয়ে চিন্তিত হবার দরকার পড়ে না। আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন ডিসি'র ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক নাওমি ব্যারন (সূত্র : BBC Bangla, 2012) বলেন যে, যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি নয়, এমন মানুষদেরও গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থপূর্ণভাবে এই ভাষা ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছে ইন্টারনেট — ইন্টারনেটে যোগাযোগ করতে পারাই মুখ্য ব্যাপার, আর তাই ভাষার ব্যবহার কেমন হবে তা কেউ বলে দিতে পারে না; ফেসবুকে যোগাযোগ করা বা নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষার অসাধারণত্ব মূল বিবেচ্য বিষয় নয় – তাও তিনি যোগ করেন। ফেসবুক ব্যবহারকারীরা ইতোমধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ইংরেজিতে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন, যেমন– হিংলিশ, সিংলিশ, স্প্যাংলিশ বা কোংলিশ। ইংরেজি ভাষী নয়, এমন মানুষের ব্যবসায়িক প্রয়োজন মেটাতে যেমন গ্লোবিশ নামক শব্দভাণ্ডারসমেত কথনকৌশল আবির্ভূত হয়েছে, তেমনি লেখন-কথনের মিলিত রূপে হিংলিশ, সিংলিশ, স্প্যাংলিশ ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে শুরু হলেও, এখন এই নতুন ধরনের ইংরেজির ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে। আন্তর্জালের জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে এশিয়ান এবং ইয়োরোপিয়ান বিভিন্ন দেশের ভাষীরা ভিন্নধর্মী ইংরেজি ভাষায় নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন। এখানে ভাষার ব্যবহার ইংরেজিতে হলেও গঠন প্রক্রিয়ায় প্রভাব থাকে নিজ নিজ মাতৃভাষার। যেমন হিন্দি, পাঞ্জাবি, উর্দু ইত্যাদি ভাষীরা ইংরেজির সংমিশ্রণে তৈরি করেছে হিং, স্প্যানিশ এবং ইংরেজি সমন্বয়ে জন্ম নিয়েছে স্প্যাংলিশ; একইভাবে কোরিয়ান এবং ইংরেজি ভাষার সমবায়ে কোংলিশ এর আবির্ভাব ঘটেছে। এইসব ভাষার বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার অত্যন্ত বহুল ব্যবহৃত এবং এগুলো সময়ের সাথে সাথে মূল ভাষায় জায়গা করে নিয়েছে। যেমন ইভ-টিজিং (Eve-teasing)-এর বর্তমান বাগর্থ যৌন-নিপীড়ন, এই শব্দযূথ এসেছে হিংলিশ থেকেই। এছাড়াও ইংরেজি শব্দের বাগর্থিক পরিবর্তনও আমরা দেখতে পাই, যেমন সিঙ্গাপুরিয়ান ইংলিশ অর্থাৎ সিংলিশে, দ্বিধান্বিত বা ধীর ইংরেজি 'Blur' শব্দের অর্থ ধীর বা দ্বিধাগ্রস্থ কিন্তু মূল ইংরেজিতে এর অর্থ হচ্ছে অস্পষ্ট বা ঝাপসা।

আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ কথন হয়তো সময়ের হাতে, কিন্তু আন্তর্জালিক ভাষা নিয়ে পূর্বানুমান করা সক্ষম এই বিষয় নিয়ে পাঠ এবং সম্যক বিশ্লেষণের সাহায্যে। কম্পিউটার সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভাষা ব্যবহারীকারীদের একটি সহজাত চাহিদা হচ্ছে নিজের প্রথম ভাষায় (first language) সংজ্ঞাপনের সুযোগ

তৈরি করে নেয়া। আন্তর্জাল ব্যবহারীকারীদের সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সাথে তার স্বীয় ভাষিক ব্যবহার, সাংস্কৃতিক বোধ এবং অন্যান্য ভাষিক বৈশিষ্ট্যে আন্তর্জালের তার ভাষা ব্যবহারে প্রভাব ফেলে এবং এর ফলে আন্তর্জালের ভাষায় আসে বৈচিত্র্য। এই বিবর্তন ও বৈচিত্র্যময়তার কারণেই আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞানের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা একুশ শতকের ভাষা গবেষকদের আগ্রহের অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৯. শেষের কথা

ভাষা একইসাথে আমাদের পারস্পরিক ভাষিক আদান-প্রদান এবং তথ্য সংবাহনের মাধ্যম, তেমনি মৌলিক উদ্ভাবন এবং নতুন জ্ঞানশাখায় বিচরণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যম। সময়ের সাথে প্রযুক্তির বিভিন্ন ব্যবহারকে ভাষা আত্মস্থ করে নিয়েছে বিভিন্নভাবেই, বর্তমানের আন্তর্জালিক প্রযুক্তির সাথে লীন হওয়া তথা অভ্যস্ত হওয়ার ধারারই ধারাবাহিকতা। এই সময়ে ভাষা নিজেই ব্যবহৃত হচ্ছে একক একটি প্রযুক্তির মতো, কারণ কৃত্রিম প্রোগ্রামিং ভাষা হচ্ছে নিয়মাবদ্ধ গুছিয়ে লেখা একসারি কাজের নির্দেশমালা (বিদ্যুৎবরণ চৌধুরী, ২০১২)। ইতোমধ্যেই আন্তর্জাল বা ইন্টারনেটে কৃত্রিম ইলেক্ট্রনিক ভাষা এবং মানবীয় প্রাকৃতিক ভাষার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা আন্তর্জালিক ভাষার সুবাদে ঘটে গেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ভাষিকই বটে, কারণ ভাষিক তথ্য সংশ্লিষ্ট সমস্যার যেমন তৈরি হচ্ছে তেমনি, সমস্যার সমাধানও দিচ্ছে আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞানের পাঠ। একুশ শতকের সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ ও প্রতিযোগিতার আভাস সামলে সামনে এগিয়ে যেতে হলে বাংলাভাষাকেও এই পরিবর্তনের অংশভাগী হতে হবে। একইসঙ্গে আন্তর্জালের জগতে সমস্ত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে চলতে নিজস্ব ভাষিক শক্তিতে। সুতরাং আন্তর্জালিক ভাষা এবং আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় আশাবাদী আমাদের হতেই হয়, ডেভিড ক্রিস্টাল (Crystal, 2011) যেমন আশাবাদী হয়ে বলেন যে — 'The Internet is the largest area of language development we have seen in our lifetimes. Only two things are certain: it is not going to go away, and it is going to get larger' (p.)। আন্তর্জালিক ভাষা যে প্রযুক্তি এবং সভ্যতার প্রয়োজনে টিকে থাকার জন্যে এসেছে এবং সময়ের সাথে এটি আরও বিকশিত হবে, এই ধারণার সাথে সহমত পোষণ না করার কোনো কারণই নেই।

তথ্যপঞ্জি

Androutsopoulos, Jannis. (2006). Introduction: Sociolinguistics and computer-mediated communication. *Journal of Sociolinguistics Special Issue: Computer-Mediated Communication.* Volume 10, Issue 4, pages 419-438.

Baron, Naomi. (2003). Language of the Internet, in Ali Farghali, ed. *The Stanford Handbook for Language Engineers.* Stanford: CSLI Publications, pp. 59-127.

(2009):"Are Digital Media Changing Language?" *Educational Leadership.* 42-46.

Crystal, D. (2004).*The Language Revolution.* Cambridge: Polity Press.

Crystal, D. (2005). The scope of Internet linguistics. *In Proceedings of American Association for the Advancement of Science Conference*; American Association for the Advancement of Science Conference, Washington, DC, USA (pp. 17-21).

(2011*). Internet Linguistics: A Student Guide.* London: Routledge (Taylor and Francis).

(2001). *Language Play.* Chicago: University of Chicago.

(2006). *Language and the Internet.* Cambridge: Cambridge University Press.

del Pozo, M., & Angeles, M. (2005). *Linguistics and web usability.* No Solo Usabilidad, (4).

Haynes, J. (1989). *Introducing Stylistics.* London: Routledge.

Herring, S. C. (2004). Computer-mediated discourse analysis: An approach to researching online behavior. In S. A. Barab, R. Kling, & J. H. Gray (Eds.), *Designing for Virtual Communities in the Service of Learning* (pp. 338-376). New York: Cambridge University Press.

Nazaryan, Ani & Gridchin, Aleksandr. (2006). The Influence Of Internet On Language And "Email Stress". *Law and Politics.* Vol. 4, Number 1. FACTA UNIVERSITATIS.

Posteguillo, Santiago.(2002*). Netlinguistics and English for Internet Purposes (EIP).* Iberica, 4. pp. 21-34.

Randall, N. (2002). *Lingo Online: A Report on the Language of the Keyboard Generation.* Retrieved from msn.ca website: http://arts.uwaterloo.ca/~nrandall/ LingoOnline-finalreport.pdf

Shortis, Tim. (2001).The *Language of ICT: Information and Communication Technology.* Routledge: London.

Thurlow, C. (2001). Language and the Internet. In R. Mesthrie & R. Asher (Eds), *The Concise Encyclopedia of Sociolinguistics* (pp. 287-289). London: Pergamon.

একরামুল হক শামীম। (২০১১)। *ব্লগের ভাষা।* Retrived on July 27 from http://www.somewhereinblog.net/blog/tanmoytahsanblog/29509007

কাজী ফাহিম আহমেদ (২০০৬-০৩-১০)। *ইউনিকোড ভিত্তিক অভ্র কি-বোর্ড*। দৈনিক প্রথম আলো।

বিদ্যুৎবরণ চৌধুরী। (২০১২)। *ভাষা-প্রযুক্তির কয়েকটি*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

বিবিসি বাংলা। ২০১২। *ইন্টারনেটের একক ভাষা হিসেবে ইংরেজির রূপান্তর*। Retrived on August 15 from http://www.bbc.com/bengali/news/2012/12/ 121214_sayeda _internet_language.shtml

ফাহমিদুল হক। (২০১০)। বাংলা ব্লগ কমিউনিটি : মতপ্রকাশ, ভার্চুয়াল প্রতিরোধ অথবা বিচ্ছিন্ন মানুষের কমিউনিটি গড়ার ক্ষুধা। *যোগাযোগ*।

মুনির হাসান। (২০১১)। *'কোন ভাষা টিকে থাকবে?'*। Retrieved on August 29, 2015 from http://www.somewhereinblog.net/blog/Munirhasan/29330575

রাজীব আহমেদ। (২০০৫)। ইন্টারনেট ও বাংলাভাষা। ইন্টারনেট মেলা ২০০৫ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনার: ঢাকা।